

## বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

## Teacher's Content

☑ প্রকৃতি ও প্রত্যয়

☑ সংখ্যাবাচক শব্দ

☑ সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ

☑ বিপরীত শব্দ

## Content Discussion

## প্রাথমিক আলোচনা

শব্দ বা ক্রিয়ার মূলকে প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ শব্দের যে অংশকে আর কোন ক্ষুদ্রতম অংশ ভাগ করা যায় না তাই প্রকৃতি।

প্রকৃতি দুই প্রকার। এগুলো হল :

(ক) নাম প্রকৃতি ও (খ) ক্রিয়া প্রকৃতি।

## নাম প্রকৃতি :

নাম শব্দের মূলকে নাম প্রকৃতি বলে। যেমন- ‘ঢাকাইয়া’ একটি নাম শব্দ। এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করে একটি অসম্পূর্ণ অর্থবোধক শব্দ ‘ঢাকা’ পাওয়া যায়। কিন্তু ঢাকাকে অর্থপূর্ণভাবে বিভাজন করা যায় না। তাই এখানে ‘ঢাকা’ শব্দটি নাম প্রকৃতি।

## ক্রিয়া প্রকৃতি :

ক্রিয়ার মূলকে ক্রিয়া প্রকৃতি বা ধাতু বলে। যেমন -  $\sqrt{\text{ধর}} + \text{আ} = \text{ধরা}$ । এখানে ধরা ক্রিয়া পদটি গঠিত হয়েছে মূল শব্দ ধর শব্দটির মাধ্যমে। এখানে ধর হল ক্রিয়া প্রকৃতি।

## প্রত্যয়

নাম প্রকৃতি এবং ক্রিয়া প্রকৃতির সাথে সাথে যুক্ত হয়ে যে শব্দাংশ নতুন শব্দ তৈরি করে তাকে প্রত্যয় বলে।

প্রত্যয় দুই প্রকার:

(ক) কৃৎ প্রত্যয় ও (খ) তদ্ধিত প্রত্যয়।

(ক) কৃৎ প্রত্যয় :

যে শব্দাংশ ক্রিয়া প্রকৃতি অথবা ধাতুর সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে।

(খ) তদ্ধিত প্রত্যয় :

যে শব্দাংশ না প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

## কৃদন্ত পদ

কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত পদটিকে বলা হয় কৃদন্ত পদ। যেমন - ওপরের উদাহরণের ‘পড়ুয়া’ ও ‘নাচুনে’ কৃদন্ত পদ। তৎসম বা সংস্কৃত প্রকৃতির সঙ্গেও অনুরূপভাবে কৃৎ-প্রত্যয় যোগে কৃদন্ত পদ সাধিত হয়।

যেমন -  $\sqrt{\text{গম}} + \text{অন} = \text{গমন}$ ,  $\sqrt{\text{ক}} + \text{তব্য} = \text{কর্তব্য}$ ।

## গুণ ও বৃদ্ধি:

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃৎ-প্রত্যয় যোগ কৃৎ-প্রকৃতির আদিম্বর পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনকে বলা হয় গুণ ও বৃদ্ধি।

১. গুণ : (ক) ই, ঈ-স্থলে এ,

(খ) উ, ঊ-স্থলে ও এবং

(গ) ঋ-স্থলে অর্ হয়।

যেমন -  $\sqrt{\text{চিন্}} + \text{আ} = \text{চেনা}$  (ই স্থলে এ হল);

$\sqrt{\text{নী}} + \text{আ} = \text{নেওয়া}$  (ঈ স্থলে এ);

$\sqrt{\text{ধু}} + \text{আ} = \text{ধোয়া}$  (উ স্থলে ও);

$\sqrt{\text{ক}} + \text{তা} = \text{করতা}$  > কর্তা (ঋ স্থলে অর্)।

২. বৃদ্ধি : (ক) অ-স্থলে আ,

(খ) ই ও ঈ-স্থলে ঐ,

(গ) উ ও ঊ-স্থলে ঔ এবং

(ঘ) ঋ-স্থলে আর্ হয়।

যেমন-  $\sqrt{\text{পাচ}} + \text{অক (গক)} = \text{পাচক}$  (পাচ-এর অ স্থলে ‘আ’);

$\text{শিশু} + \text{অ (ষঃ)} = \text{শৈশব}$  (ই স্থলে ঐ);

$\text{যুব} + \text{অন} = \text{যৌবন}$  (উ স্থলে ঔ);

$\sqrt{\text{ক}} + \text{ঘ্যণ} = \text{কার্য}$  (ঋ স্থলে আর্)।

## উপধা

প্রকৃতির অন্তর্ধান/শেষ ধ্বনির আগের ধ্বনিকে উপধা বলে জিত > জিত্ = অ- এখানে (ত) উপধা।

## ইৎ

প্রকৃতির সাথে প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রত্যয়ের যে অংশ লোপ পায় তাকে ‘ইৎ’ বলে। যেমন:  $\sqrt{\text{মা}} + \text{ত্চ} = \text{মাতা}$  এখানে ‘চ’ লুপ্ত হয়েছে। সুতরাং ‘চ’ ইৎ।

## প্রকৃতির চিহ্ন

কৃৎ প্রত্যয়ে প্রকৃতির আগে ‘√’ চিহ্ন বসে।

## কৃৎ-প্রত্যয়

ক্রিয়ামূলকে বলা হয় ধাতু, আর ধাতুর সঙ্গে পুরুষ ও কারকবাচক বিভক্তি যোগ করে গঠন করা হয় ক্রিয়াপদ। ধাতুর সঙ্গে যখন কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টি যুক্ত হয়ে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ তৈরি হয়, তখন (১) ক্রিয়ামূল বা ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি বা প্রকৃতি; আর (২)

ক্রিয়া প্রকৃতির সঙ্গে যে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যুক্ত হয়, তাকে বলে, কৃৎ-প্রত্যয়। যেমন-  $\sqrt{\text{চল}}$  (ক্রিয়া প্রকৃতি) + অন (কৃৎ-প্রত্যয়) = চলন (বিশেষ্য পদ)।  $\sqrt{\text{চল}}$  (ক্রিয়া প্রকৃতি) + অন্ত (কৃৎ-প্রত্যয়) = চলন্ত (বিশেষণ পদ)। ‘প্রকৃতি’ কথাটি বোঝানোর জন্য প্রকৃতির আগে  $\sqrt{\text{চিহ্ন}}$  ব্যবহার করা হয়। এ প্রকৃতি চিহ্নটি ব্যবহার করলে ‘প্রকৃতি’ শব্দটি লেখার প্রয়োজন হয় না। যেমন -  $\sqrt{\text{পড়}}$  + উয়া = পড়ুয়া।

$\sqrt{\text{নাচ}}$  + উনে = নাচুনে।

কৃৎ প্রত্যয় দুই প্রকার: (ক) সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়, ও

(খ) বাংলা কৃৎ প্রত্যয়।

### বাংলা কৃৎ-প্রত্যয়

☑ কৃৎ-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : বাংলা

০১. (০) শূন্য-প্রত্যয় : কোনো প্রকার প্রত্যয়-চিহ্ন ব্যতিরেকেই কিছু ক্রিয়া-প্রকৃতি বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ রূপে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এ রূপ স্থলে ( ) শূন্য প্রত্যয় ধরা হয়। যেমন- এ মোকদ্দমায় তোমার জিত হবে না, হার - ই হবে। গ্রামে খুব ধরপাকড় চলছে।

০২. জ-প্রত্যয় : কেবল ভাববাচ্যে অ-প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন -  $\sqrt{\text{ধর}}$  + অ = ধর,  $\sqrt{\text{মার}}$  + অ = মার। আধুনিক বাংলায় অ-প্রত্যয় সর্বত্র উচ্চারিত হয় না। যেমন -  $\sqrt{\text{হার}}$  + অ = হার,  $\sqrt{\text{জিত}}$  + অ = জিত।

কোনো কোনো সময় অ-প্রত্যয়যুক্ত কৃদন্ত শব্দের দ্বিত্ব প্রয়োগ হয়।

যেমন- (আসন্ন সম্ভাব্যতা অর্থে দ্বিত্বপ্রাপ্ত)  $\sqrt{\text{কাঁদ}}$  + অ = কাঁদকাঁদ (চেহারা)। এ রূপ -  $\sqrt{\text{পড়}}$  + অ = পড়পড়,  $\sqrt{\text{মর}}$  + অ = মরমর (অবস্থা) ইত্যাদি। কখনো দ্বিত্বপ্রাপ্ত কৃদন্ত পদে উ-প্রত্যয় হয়।

যেমন-  $\sqrt{\text{ডুব}}$  + উ = ডুবুডুবু।  $\sqrt{\text{উড়}}$  + উ = উড়ুউড়ু।

০৩. অন্ - প্রত্যয় : ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে ‘অন্’ প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন -  $\sqrt{\text{কাঁদ}}$  + অন্ = কাঁদন (কান্নার ভাব)। এরূপ- নাচন, বাড়ন, খুলন, দোলন।

০৪. অনা - প্রত্যয় :  $\sqrt{\text{দুল}}$  + অনা = দুলনা > দোলনা।  $\sqrt{\text{খেল}}$  + অনা = খেলনা।

০৫. অনি, (বিকল্পে) উনি-প্রত্যয় :  $\sqrt{\text{চিহ্ন}}$  + অনি = চিরনি > চিরনি।  $\sqrt{\text{বাঁধ}}$  + অনি = বাঁধনি।  $\sqrt{\text{আঁট}}$  + অনি = আঁটনি > আঁটনি।

০৬. অন্ত - প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ‘অন্ত’ প্রত্যয় হয়। যেমন -  $\sqrt{\text{উড়}}$  + অন্ত = উড়ন্ত,  $\sqrt{\text{ডুব}}$  + অন্ত = ডুবন্ত।

০৭. অক-প্রত্যয় :  $\sqrt{\text{মুড়}}$  + অক = মোড়ক।  $\sqrt{\text{বাল}}$  + অক = বালক।

০৮. আ-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘আ’ প্রত্যয় হয়। যেমন -  $\sqrt{\text{পড়া}}$  + আ = পড়া (পড়া বই)। এরূপ রাঁধা (বিশেষ্য), রাঁধা (বিশেষণ), কেনা, কাচা, ফোটা ইত্যাদি।

০৯. আই-প্রত্যয় : ভাব বাচক বিশেষ্য গঠনে ‘আই’ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন -  $\sqrt{\text{চড়া}}$  + আই = চড়াই,  $\sqrt{\text{সিলা}}$  + আই = সিলাই।

১০. আও-প্রত্যয়ঃ ভাব বাচক বিশেষ্য গঠনে ‘আও’ প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যেমন -  $\sqrt{\text{পাকড়া}}$  + আও = পাকড়াও,  $\sqrt{\text{চড়া}}$  + আও = চড়াও।

১১. আন (আনো)- প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য গঠনে প্রয়োজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতুর পরে ‘আন/আনো’ প্রত্যয় হয়।

যেমন -  $\sqrt{\text{চাল}}$  + আন = চালান/চালানো।

$\sqrt{\text{মান}}$  + আন = মানান/ মানানো।

১২. আনি-প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য গঠনে প্রযুক্ত হয়।

যেমন -  $\sqrt{\text{জান}}$  + আনি = জানানি,  $\sqrt{\text{শুন}}$  + আনি = শুনানি,

$\sqrt{\text{উড়া}}$  + আনি = উড়ানি,  $\sqrt{\text{উড়া}}$  + উনি = উড়ুনি।

১৩. আরি বা আরী বিকল্পে রি/উরি-প্রত্যয় : যেমন -  $\sqrt{\text{ডুব}}$  + আরি / উরি = ডুবুরী। এরূপ- ধুনারী, পূজারী ইত্যাদি।

১৪. আল-প্রত্যয়ঃ  $\sqrt{\text{মাত}}$  + আল = মাতাল,  $\sqrt{\text{মিশ}}$  + আল = মিশাল।

১৫. ই-প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য গঠনে ‘ই’ প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়।

যথা -  $\sqrt{\text{ভাজ}}$  + ই = ভাজি,  $\sqrt{\text{বেড়া}}$  + ই = বেড়ি।

১৬. ইয়া > ইয়ে-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে ইয়া/ইয়ে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন -  $\sqrt{\text{মর}}$  + ইয়া = মরিয়া (মরতে প্রস্তুত),  $\sqrt{\text{বল}}$  + ইয়ে = বলিয়ে (বাকপট্ট)। এরূপ - নাচিয়ে, গাইয়ে, লিখিয়ে, বাজিয়ে, কইয়ে ইত্যাদি।

১৭. উ-প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘উ’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা-  $\sqrt{\text{ডাক}}$  + উ = ডাকু,  $\sqrt{\text{ঝাড়া}}$  + উ = ঝাড়ু,  $\sqrt{\text{উড়া}}$  + উ = উড়ু (দ্বিত্ব উড়ুউড়ু)।

১৮. ‘উয়া’ বিকল্পে ‘ও’-প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘উয়া’ এবং ‘ও’ প্রত্যয় হয়। যথা-  $\sqrt{\text{পড়া}}$  + উয়া = পড়ুয়া > পড়ো,  $\sqrt{\text{উড়া}}$  + উয়া = উড়ুয়া > উড়ো,  $\sqrt{\text{উড়া}}$  + ও = উড়ো (চিঠি)।

১৯. তা-প্রত্যয়ঃ বিশেষণ গঠনে ‘তা’ প্রত্যয় হয়। যেমন-  $\sqrt{\text{ফির}}$  + তা = ফিরতা > ফেরতা,  $\sqrt{\text{পড়া}}$  + তা = পড়তা,  $\sqrt{\text{বহ}}$  + তা = বহতা।

২০. তি-প্রত্যয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠনে ‘তি’ প্রত্যয় হয়। যেমন-  $\sqrt{\text{ঘাট}}$  + তি = ঘাটতি,  $\sqrt{\text{বাড়া}}$  + তি = বাড়তি। এরূপ- কাটতি, উঠতি ইত্যাদি।

২১. না-প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য গঠনে ‘না’ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন-  $\sqrt{\text{কাঁদ}}$  + না = কাঁদনা > কান্না,  $\sqrt{\text{বাঁধ}}$  + না = বাঁধনা > রান্না। এরূপ - বরনা ইত্যাদি।

☑ কৃৎ-প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠন : সংস্কৃত

০১. অনট্-প্রত্যয় : (‘ট’ ইৎ হয়, ‘অন’ থাকে) :  $\sqrt{\text{নী}}$  + অনট্ = নী + অন > নে + অন (গুণসূত্রে) = নয়ন।  $\sqrt{\text{শ্র}}$  + অনট্ = শ্র + অন (গুণ ও সন্ধির ফলে) = শ্রবণ। এরূপ - স্থান, ভোজন, নর্তন, দর্শন ইত্যাদি।

০২. জ-প্রত্যয় ('ক' ইং 'ত' থাকে) : জা + জ (জা + ত) = জাত, খ্যা + জ = খ্যাত।
০৩. জি - প্রত্যয় ('ক' ইং 'তি' থাকে) : √গম্ + জি = গম + তি = গতি (এখানে 'ম' লোপ হয়েছে)
০৪. তব্য ও অনীয় প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যের ধাতুর পরে (ক) তব্য ও (খ) অনীয় প্রত্যয় হয়।
- (ক) তব্য : √কৃ + তব্য = কর্তব্য, √দা + তব্য = দাতব্য, √পঠ + তব্য = পঠিতব্য।
- (খ) অনীয় : √কৃ + অনীয় = করণীয়, √রক্ষ্ + অনীয় = রক্ষণীয়। এ রূপ - দর্শনীয়, পানীয়, শ্রবণীয়, পালনীয় ইত্যাদি।
০৫. তৃ-প্রত্যয় ('চ' ইং 'তৃ' থাকে) : প্রথমা একবচনে 'তৃ' স্থলে 'তা' হয়।
- যেমন- √দা + তৃ = দা + তা = দাতা, √মা + তৃ = মাতা, √ক্রী + তৃ = ক্রেতা।
০৬. গক-পত্যয় ('গ' ইং 'অক' থাকে) : √পঠ + গক = পঠ + অক = পাঠক। মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়ে 'অ' স্থানে 'আ' হয়েছে। যেমন - √নী + গক = (নৈ + অক - প্রথম স্বরের বৃদ্ধি) নায়ক, √গৈ + গক = গায়ক, √লিখ্ + গক = লেখক ইত্যাদি।
০৭. ঘাণ-প্রত্যয় [ঘ, গ-ইং, য (য-ফলা) থাকে] : কর্ম ও ভাব বাচ্যে ঘাণ্ হয়। যথা - √কৃ + ঘাণ্ = কার্য্য > কার্য, √ধৃ + ঘাণ্ = ধার্য্য। এরূপ - পরিহার্য, বাচ্য, ভোজ্য, যোগ্য, হাস্য ইত্যাদি।
০৮. য-প্রত্যয় : কর্ম ও ভাববাচ্যে যোগ্যতা ও উচিত্য অর্থে 'য' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়। 'য' যুক্ত হলে আ-কারান্ত ধাতুর আ-কার স্থলে এ - কারান্ত হয় এবং 'য' 'য়' হয়। যেমন- √দা + য = দা > দে + য > য = দেয়। √হা + য = হয়। এরূপ - বিধেয়, অজ্ঞেয়, পরিমেয়, অনুমেয় ইত্যাদি।
০৯. গিন-প্রত্যয় (গ ইং, ইন্ থাকে, ইন্ 'ঈ'-কার হয়) : √গ্রহ + গিন = গ্রাহী, √পা + গিন = এরূপ - কারী, দ্রোহী, সত্যবাদী, ভাবী, স্থায়ী, গামী। কিন্তু 'গিন' যুক্ত হলে 'হন' ধাতুর স্থলে 'ঘাত' হয়। যথা- আত্ম + √হন্ + গিন = আত্মঘাতী।
১০. ইন-প্রত্যয় (ইন্ = ঈ-কার হয়) : √শ্রম্ + ইন্ = শ্রমী।
১১. অন্-প্রত্যয় (ল ইং, অ থাকে) : √জি + অন্ = জয়, √ক্ষি + অন্ = ক্ষয়। এরূপ - ভয়, নিচয়, বিনয়, ভেদ।
- ব্যতিক্রমঃ √হন্ + অন্ = বধ।

☑ কৃদন্ত বিশেষণ গঠনে কতিপয় কৃৎ-প্রত্যয়ঃ

১. ইক্ষু-প্রত্যয় : √চল্ + ইক্ষু = চলিষু। এরূপ = ক্ষয়িষু, বর্ধিষু।
২. বর-প্রত্যয় : √ঈশ্ + বর = ঈশ্বর, √ভাস্ + বর = ভাস্বর।
- এরূপ- নশ্বর, স্থাবর।

৩. র-প্রত্যয় : √হিন্ - স্ + র = হিংশু, √নম্ + র = নম্র।
৪. উক/উক-প্রত্যয় : √ভূ + উক = (ভৌ + উক) = ভাবুক, √জাগৃ + উক = (জাগর + উ) জাগরুক।
৫. শানচ্-প্রত্যয় ('শ' ও 'চ' ইং, 'আন' বিকল্পে 'মান' থাকে)ঃ √দীপ্ + শানচ্ = দীপ্যমান। এরূপ- √চল্ + শানচ্ = চলমান, √বৃধ্ + শানচ্ = বর্ধমান।
৬. ঘঞ-প্রত্যয় [কৃদন্ত বিশেষ্য গঠনে], (ঘ্ এবং ঞ্ ইং, 'অ' থাকে)ঃ √বস্+ঘঞ = বাস, √যুজ্+ঘঞ = যোগ, √ক্রোধ্ + ঘঞ = ক্রোধ, √খদ্ + ঘঞ = খেদ, √ভিদ্ + ঘঞ = ভেদ।

তদ্ধিত প্রত্যয়

শব্দের সঙ্গে (শেষে) যে সব প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়, তাদের তদ্ধিত প্রত্যয় বলা হয়।

প্রাতিপদিক- বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলা হয় প্রাতিপদিক। প্রাতিপদিক তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি বলে প্রাতিপদিককে নাম প্রকৃতিও বলা হয়। ধাতু যেমন কৃৎ-প্রত্যয়ের প্রকৃতি, তেমনি প্রাতিপদিকও তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রকৃতি। প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়া প্রকৃতি এবং প্রাতিপদিককে বলা হয় নাম প্রকৃতি।

বাংলা ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয় তিন প্রকার-

ক. বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়।

খ. বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়।

গ. তৎসম বা সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়।

(ক) বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় :

১. আ-প্রত্যয় :

- (ক) অবজ্ঞার্থে : চোর + আ = চোরা, কেষ্ট + আ = কেষ্ট।
- (খ) বৃহদার্থে : ডিঙি + আ = ডিঙা (সগুঁড়িঙ্গা মধুকর)
- (গ) সদৃশ অর্থে : বাঘ + আ = বাঘা, হাত্ + আ = হাতা।
- (ঘ) 'তাতে আছে' বা 'তার আছে' অর্থে : জল্ + আ = জলা, গোদ্ + আ = গোদা।
- (ঙ) সমষ্টি অর্থে : বিশ্ - বিশা, বাইশ্ - বাইশা (মাসের বাইশা > বাইশে)।
- (চ) স্বার্থে : জট্ + আ = জটা, চোখ্ - চোখা, চাক - চাকা।
- (ছ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠনে : হাজিরা, চাষ - চাষা।
- (জ) জাত ও আগত অর্থে : মহিষ > ভাইস - ভয়সা (ঘি), দখিন - দখিনা > দখনে (হাওয়া)।

২. আই- প্রত্যয় :

- (ক) ভাববাচক বিশেষ্য গঠনে : বড় + আই = বড়াই, চড়া + আই = চড়াই।
- (খ) আদরার্থে : কানু - কানাই, নিম - নিমাই।
- (গ) স্ত্রী বা পুরুষবাচক শব্দের বিপরীত বোঝাতেঃ বোন + আই = বোনাই, নন্দ - নন্দাই, জেঠা - জেঠাই (মা)।

(ঘ) সমগুণবাচক বিশেষ্য গঠনেঃ মিঠা + আই = মিঠাই।

(ঙ) জাত অর্থেঃ ঢাকা + আই = ঢাকাই (জামদানি),  
পাবনা - পাবনাই (শাড়ি)।

(চ) বিশেষ্য গঠনেঃ চোর - চোরাই (মাল), মোগল - মোগলাই (পরোটা)

### ৩. আমি/আম/আমো/মি-প্রত্যয় :

(ক) ভাব অর্থে : ইতর্ + আমি = ইতরামি, পাগল্ + আমি =  
পাগলামি, চোর্ + আমি = চোরামি, বাঁদর্ + আমি = বাঁদরামি,  
ফাজিল্ + আমো = ফাজলামো।

(খ) বৃত্তি (জীবিকা) অর্থেঃ ঠক্ - ঠকামো (ঠকের বৃত্তি বা ভাব),  
ঘর্ - ঘরামি।

(গ) নিন্দা জ্ঞাপনঃ জেঠা - জেঠামি, ছেলে - ছেলেমি।

### ৪. ই/ঈ-প্রত্যয়ঃ

(ক) ভাব অর্থে : বাহাদুর + ই = বাহাদুরি, উমেদার - উমেদারি।

(খ) বৃত্তি বা ব্যবসায় অর্থেঃ ডাক্তার - ডাক্তারি, মোক্তার -  
মোক্তারি, পোন্দার - পোন্দারি, ব্যাপার - ব্যাপারি, চাষ - চাষী।

(গ) মালিক অর্থেঃ জমিদার - জমিদারি, দোকান - দোকানি।

(ঘ) জাত, আগত, বা সম্বন্ধ বোঝাতেঃ ভাগলপুর - ভাগলপুরি,  
মাদ্রাজ - মাদ্রাজি, রেশম - রেশমি, সরকার - সরকারি  
(সম্বন্ধ বাচক)।

### ৫. ইয়া > এ-প্রত্যয়ঃ

(ক) তৎকালীনতা বোঝাতেঃ সে কাল + এ = সেকালে,  
এ কাল + এ = একালে, ভাদর + ইয়া = ভাদরিয়া >  
ভাদুরে  
(কই)।

(খ) উপকরণ বোঝাতেঃ পাথর - পাথরিয়া > পাথুরে, মাটি  
মেটে, বালি - বেলে।

(গ) উপজীবিকা অর্থেঃ জালু জালিয়া > জেলে, মোট - মুটে।

(ঘ) নৈপুণ্য বোঝাতেঃ খুন - খুনিয়া > খুনে, দেমাক - দেমাকে,  
না (নৌকা) - নাইয়া > নেয়ে।

(ঙ) অব্যয়জাত বিশেষ্য গঠনেঃ টনটন - টনটনে (জ্ঞান),  
কনকন - কনকনে (শীত), গনগন - গনগনে (আগুন),  
চকচক - চকচকে (জুতা)।

### ৬. উয়া > ও-প্রত্যয়ঃ

(ক) রোগগ্রস্ত অর্থেঃ জ্বর + উয়া = জ্বরুয়া > জ্বরো। বাত +  
উয়া

= বাতুয়া > বেতো (ঘোড়া)

(খ) যুক্ত অর্থঃ টাক - টেকো।

(গ) সেই উপকরণে নির্মিত অর্থেঃ খড় - খড়ো।

(ঘ) জাত অর্থেঃ ধান - ধেনো।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট অর্থেঃ মাঠ - মেঠো, গাঁ - গাঁইয়া > গৈয়ো।

(চ) উপজীবিকা অর্থেঃ মাছ - মাছুয়া > মেছো।

(ছ) বিশেষ্য গঠনেঃ দাঁত - দাঁতো (হাসি), ছাঁদ - ছাঁদো  
(কথা), তেল - তেলা (মাথা), কুঁজ - কুঁজো (লোক)।

৭. উ-প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য গঠনেঃ ঢাল্ + উ = ঢালু, কল্ + উ = কলু।

৮. উক - প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য গঠনেঃ লাজ্ - লাজুক,  
মিশ্ - মিশুক, মিথ্যা - মিথ্যুক।

৯. আরি / আরী/আরু - প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য গঠনেঃ ভিখ্ - ভিখারী,  
শাঁখ্ - শাঁখারী, বোমা - বোমারু।

১০. আলি/আলো/আলি > এর-প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য ও বিশেষ্য গঠনেঃ  
দাঁত্ - দাঁতাল, লাঠি - লাঠিয়াল > লেঠেল, তেজ্ - তেজাল, ধার্ -  
ধারাল, শাঁস্ - শাঁসাল, জমক্ - জমকালো, দুধ্ - দুধাল >  
দুধেল, হিম্ - হিমেল, চতুর্ - চতুরালি, ঘটক্ - ঘটকালি, সিদ্ -  
সিঁদেল, গাঁজা - গাঁজেল।

১১. উরিয়া > উড়িয়া/উড়ে/রে-প্রত্যয়ঃ হাট-হাটুরিয়া > হাঁটুরে,  
সাপ্ - সাপুড়িয়া > সাপুড়ে, কাহ্ - কাঠুরে।

১২. উড়-প্রত্যয়ঃ অর্থহীন ভাবেঃ লেজ - লেজুড়।

১৩. উয়া / ওয়া > ও-প্রত্যয়ঃ সম্পর্কিত অর্থেঃ ঘর্ + ওয়া = ঘরোয়া,  
জল্ + উয়া = জলুয়া > জলো (দুধ)।

১৪. আটিয়া/টে - প্রত্যয়ঃ বিশেষ্য গঠনেঃ তামা - তামাটিয়া >  
তামাটে, বগড়া-বগড়াটে, ভাড়া-ভাড়াটে, রোগা-রোগাটে।

১৫. অট > ট প্রত্যয়ঃ স্বার্থেঃ ভরা - ভরাট, জমা - জমাট।

১৬. লা-প্রত্যয়ঃ (ক) বিশেষ্য গঠনেঃ মেঘ - মেঘলা।

(খ) স্বার্থেঃ এক - একলা, আধ - আধলা।

### (খ) বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ

০১. ওয়ালা > আলা (হিন্দি)ঃ বাড়ি - বাড়িওলা (মালিক অর্থে), দিল্লি  
- দিল্লিওয়ালা (অধিবাসী অর্থে), মাছ - মাছওয়ালা (বৃত্তি অর্থে),  
দুধ - দুধওয়ালা (বৃত্তি অর্থে)।

০২. ওয়ান > আন (হিন্দি)ঃ গাড়ি - গাড়োয়ান, দার-দারোয়ান।

০৩. আনা > আনি (হিন্দি)ঃ মুন্শি-মুন্শিআনা, বিবি-বিবিআনা,  
হিন্দু-হিন্দুয়ানি।

০৪. পনা (হিন্দি)ঃ ছেলে-ছেলেপনা, গিল্লী-গিল্লীপনা, বেহায়া-বেহায়াপনা।

০৫. সা > সে (হিন্দি)ঃ পানি-পয়সা > পানসে, এক-একসা,  
কাল (কাল)-কালসা, কালসে।

০৬. গর > কর (ফারসি)ঃ কারিগর, বাজিকর, সওদাগর।

০৭. দার > (ফারসি)ঃ তাঁবেদার, খবরদার, বুটিদার, দেনাদার,  
চৌকিদার, পাহারাদার।

০৮. বাজ (দক্ষ অর্থে-ফারসি)ঃ কলমবাজ, ধোঁকাবাজ,  
গলাবাজ + ই = গলাবাজি (বিশেষ্য)।

০৯. বন্দী (বন্দ - ফারসি)ঃ জবানবন্দী, সারিবন্দী, নজরবন্দী,  
কোমরবন্দ।

১০. সহই মত অর্থেঃ জুতসই, মানানসই, চলনসই, টেকসই।

### (গ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ঃ

১. ইত-প্রত্যয়ঃ উপকরণজাত বিশেষ্য গঠনেঃ

কুসুম + ইত = কুসুমিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত।

২. ইমন্-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

নীল + ইমন্ = নীলিমা। এরূপ - মহৎ, মহিমা।

৩. ইল-প্রত্যয় : উপকরণজাত বিশেষণ গঠনে

পঙ্ক+ইল = পঙ্কিল, উর্মি+ইল = উর্মিল, ফেন + ইল = ফেনিল।

৪. ইষ্ঠ-প্রত্যয় : অতিশায়নে

গুরু + ইষ্ঠ = গরিষ্ঠ, লঘু + ইষ্ঠ = লঘিষ্ঠ।

৫. ইন (ঈ)-প্রত্যয় : সাধারণ বিশেষণ গঠনে

জ্ঞান + ইন্ = জ্ঞানিন্ সুখ + ইন্ = সুখিন্  
গুণ + ইন্ = গুণিন্ মান + ইন্ = মানিন্।

৬. তা ও ত্ব - প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনে

বন্ধু + তা = বন্ধুতা, শত্রু + তা = শত্রুতা,  
বন্ধু + ত্ব = বন্ধুত্ব, গুরু + ত্ব = গুরুত্ব,  
ঘন + ত্ব = ঘনত্ব, মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব

৭. তর ও তম - প্রত্যয় : অতিশায়নে

মধুর - মধুরতর, মধুরতম। প্রিয় - প্রিয়তর, প্রিয়তম।

৮. নীন (ঈন্) প্রত্যয় : তৎসম্পর্কিত অর্থে বিশেষণ গঠনে

সর্বজন+নীন = সার্বজনীন, কুল+নীন = কুলীন, নব+নীন = নবীন।

৯. নীয় (ঈয়)-প্রত্যয় : বিশেষণ গঠনে

জল + নীয় = জলীয়, বায়ু + নীয় = বায়বীয়,  
বর্ষ + নীয় = বর্ষীয়।

১০. বতুপ্ (বৎ) এবং মতুপ্ (মৎ)-প্রত্যয় [প্রথমার এক বচনে যথাক্রমে 'বান্' এবং 'মান্' হয়] : বিশেষণ গঠনে

গুণ + বতুপ্ = গুণবান, দয়া + বতুপ্ = দয়াবান।  
শ্রী + বতুপ্ = শ্রীমান, বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান।

১১. বিন (বী)-প্রত্যয় : আছে অর্থে বিশেষণ গঠনে

মেধা + বিন্ = মেধাবী, মায়া + বিন্ = মায়াবী,  
তেজঃ + বিন্ = তেজস্বী, যশঃ + বিন্ = যশস্বী।

১২. র-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনেঃ মধু + র = মধুর, মুখ্ + র = মুখর।

১৩. ল-প্রত্যয় : বিশেষ্য গঠনেঃ শীত্+ল = শীতল, বৎস্+ল = বৎসল।

১৪. ষ (অ)-প্রত্যয়

(ক) অপত্য অর্থেঃ মনু + ষ = মানব, যাদু + ষ = যাদব।

(খ) উপাসক অর্থেঃ শিব্+ষ = শৈব, জিন্ + ষ = জৈন।

এরূপ : শক্তি-শাক্ত, বুদ্ধ-বৌদ্ধ, বিষ্ণু - বৈষ্ণব।

(গ) ভাব অর্থেঃ শিশু + ষ = শৈশব, গুরু + ষ = গৌরব,  
কিশোর + ষ = কৈশোর।

(ঘ) সম্পর্কে বোঝাতে : পৃথিবী + ষ = পার্থিব,

দেব + ষ = দৈব, চিত্র (একটি নক্ষত্রের নাম) + ষ = চৈত্র।

১৫. ষ্য (য)-প্রত্যয় :

(ক) অপত্যার্থে : মনুষ্য + ষ্য = মনুষ্য,

জমদগ্নি + ষ্য = জামদগ্ন্য।

(খ) ভাবার্থে : সুন্দর + ষ্য = সৌন্দর্য, শূর + ষ্য = শৌর্য।

বীর + ষ্য = বৈর্য, কুমার + ষ্য = কৌমার্য।

(গ) বিশেষণ গঠনে : পর্বত + ষ্য = পার্বত্য,  
বেদ + ষ্য = বৈদ্য।

১৬. ষিঃ (ই)-প্রত্যয় : অপত্য অর্থে :

রাবণ + ষিঃ = রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ + ষিঃ = দাশরথি।

১৭. ষিঃক (ইক)-প্রত্যয় :

(ক) দক্ষ বা বেত্তা অর্থে : সাহিত্য + ষিঃক = সাহিত্যিক, বেদ + ষিঃক = বৈদিক, বিজ্ঞান + ষিঃক = বৈজ্ঞানিক।

(খ) বিষয়ক অর্থেঃ সমুদ্র + ষিঃক = সামুদ্রিক, নগর-নাগরিক,  
মাস-মাসিক, ধর্ম-ধার্মিক, সমর-সামরিক, সমাজ-সামাজিক।

(গ) বিশেষণ গঠনে : হেমন্ত + ষিঃক = হৈমন্তিক, অকম্মাৎ + ষিঃক = আকম্মিক।

১৮. ষেয় (এয়)-প্রত্যয় : ভগিনী + ষেয় = ভাগিনেয়, অগ্নি + ষেয় = আগ্নেয়, বিমাতৃ (বিমাতা) + ষেয় = বৈমাত্রেয়।

## সংখ্যাবাচক শব্দ

প্রভৃতি সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা লব্ধ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক 'এক'। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক, একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদির ধারণা করতে পারি। যেমন: এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশ বার নিলে হয় দশ টাকা।

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার:

- ১। অঙ্কবাচক,
- ২। পরিমাণ বা গণনাবাচক,
- ৩। ক্রম বা পূরণবাচক ও
- ৪। তারিখবাচক

### অঙ্কবাচক শব্দ

অঙ্ক বাচক, আমরা যখন সংখ্যা গণনা করি তার সাংকেতিক চিহ্নকে অঙ্ক বাচক সংখ্যা বুঝায়। যেমন ১, ২১, ১১২, ৪১ ইত্যাদি।

### পরিমাণ বা গণনা বাচক শব্দ

পরিমাণ বাচক সংখ্যা একাধিকবার একই গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায় তাই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন- সপ্তাহ বলতে আমরা সাত দিনের সমষ্টি বুঝে থাকি। এখানে-সাতটি দিন সাতটি একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ। এছাড়া-পনের, ষোল, চল্লিশ, ষাট ইত্যাদি।

### ক্রম বা পূরণ বাচক শব্দ

একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন- দ্বিতীয় লোকটিকে ডাক। এখানে গণনায় এক জনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় 'প্রথম' এবং প্রথম লোকটির পরের লোকটিকে বলা হয় দ্বিতীয়। এ রূপ-তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি।

### তারিখ বাচক শব্দ

বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে।

যেমন- পয়লা বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি। তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি শব্দ বাংলায় নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।

নিচে বাংলা অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হল-

**পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য বাচক 'সংখ্যা শব্দ'-**

**(ক) ন্যূনঃ**

✓ এক এককের চার ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{4}$ ) = চৌথা, সিকি বা পোয়া।

✓ এক এককের তিন ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{3}$ ) = তেহাই।

✓ এক এককের দুই ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{2}$ ) = অর্ধ বা আধা।

✓ এক এককের আট ভাগের এক ভাগ ( $\frac{1}{8}$ ) = আট ভাগের এক বা এক অষ্টমাংশ।

✓ তেমনি- এক পঞ্চমাংশ ( $\frac{1}{5}$ ), এক দশমাংশ ( $\frac{1}{10}$ ) ইত্যাদি। এ

সবের আরও ভাঙতি হলে, যেমন- চার ভাগের তিন ( $\frac{3}{4}$ ) = তিন চতুর্থাংশ।

আট ভাগের তিন ( $\frac{3}{8}$ ) = তিন অষ্টমাংশ ইত্যাদি। এক এককের

( $\frac{3}{8}$ ) কে পরবর্তী সংখ্যার পৌনে বলা হয়।

✓ যেমন- পৌনে তিন = ( $২\frac{৩}{৪}$ ), পৌনে ছয় = ( $৫\frac{৩}{৪}$ ) ইত্যাদি।

✓ পৌনে অর্ধ পোয়া অংশ বা এক চতুর্থাংশ ( $\frac{1}{4}$ ) কম।

অর্থাৎ পৌনে =  $১ - \frac{১}{৪} = \frac{৩}{৪}$ ।

**(খ) ন্যূনঃ**

✓ সওয়া =  $১\frac{১}{৪}$  (সওয়া বা সোয়া এক)

✓ দেড় =  $১\frac{১}{২} = \frac{১}{২}$  কম ২।

✓ আড়াই =  $২\frac{১}{২} = \frac{১}{২}$  কম ৩।

✓ এ গুলো ছাড়া অর্ধযুক্ত থাকলে সর্বত্র 'সাড়ে' বলা হয়। যেমন-  
 $৩\frac{১}{২}$  = সাড়ে তিন,  $৪\frac{১}{২}$  = সাড়ে চার ইত্যাদি।



## সমার্থক শব্দ

### সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ

সমার্থক (সম + অর্থ + ক) শব্দের অর্থ হল সমার্থ বোধক, সমার্থজ্ঞাপক, সমার্থসূচক, একার্থবোধক, এক বা অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ যে সব শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে বা একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, তাদেরকে বলা হয় সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ।

### সমার্থক শব্দের প্রয়োজনীয়তা

সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, সৌন্দর্য রূপায়ণ তথা বাক্যের মাদুর্যময় অবয়ব গঠনে প্রতিশব্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে সাহিত্যের সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতার ভূষণ হল সমার্থক শব্দের ব্যবহার।

### সমার্থক বা প্রতিশব্দের নমুনা

#### অবকাশ

সময়, ফুরসত, অবসর, ছুটি, সুযোগ।

#### অরুণ

লাল, আরক্ত, রক্তিম, সূর্যসারথি, নতুনসূর্য।

#### অপূর্ব

অদ্ভুত, আশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য, অভূতপূর্ব, অত্যাদ্ভুত, অলৌকিক, অপরূপ, অভিনব, বিস্ময়কর, আজব, তাজ্জব।

#### অকস্মাৎ

আচমকা, হঠাৎ, সহসা, অতর্কিত, আচম্বিতে, অপ্রত্যাশিতভাবে, দৈবাৎ।

#### অকাল

অসময়, অবেলা, অদিন, দুর্দিন, কুদিন, অযাত্রা, কালবেলা, বারবেলা, অশুভ তিথি, অশুভ সময়, কুক্ষণ, দুঃসময়।

#### অক্ষয়

চিরন্তন, ক্ষয়হীন, নাশহীন, অশেষ, অনন্ত, অনিঃশেষ, অন্তহীন, অন্ত, বিহীন, অব্যয়, অবিনাশী, অলয়, অনশ্বর।

#### অঙ্গ/দেহ

দেহ, শরীর, অবয়ব, গাত্র, বপু, তনু, গত্র, কাঠামো, আকৃতি, দেহাংশ।

#### অতিরিক্ত

অত্যধিক, বেশি, মেলা, অনেক, প্রচুর, প্রতুল, ভূরি, পর্যাপ্ত, বাড়তি, দেদার।

#### অদৃশ্য

অলক্ষিত, অদৃষ্ট, অলক্ষ্য, অদেখা, অগোচর, অপ্রকট, অলখ, অদর্শিত, নাদেখা।

### অনুসরণ

অনুগমন, অনুবর্তন, অনুসৃতি, অনুক্রমণ, পশ্চাদগমন, অনুধাবন, অনুবর্তিতা।

### অভাব

অনটন, দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা, দুরবস্থা, নিঃসম্বলতা, হীনাবস্থা, গরিবি, অসচ্ছলতা, অপ্রাচুর্য, ন্যূনতা, রিক্ততা।

### অলস

নিষ্ক্রিয়, নিষ্কর্মা, অকর্মা, শ্রমকাতর, অকেজো, অকর্মণ্য, শ্রমবিমুখ, নিরুদ্যম, জড়প্রকৃতি, ঢিলে, আলসে।

### অন্তর

মধ্য, ফাঁক, ছিদ্র, ব্যবধান, তফাত, ভেদ, পার্থক্য, মন, হৃদয়, অপর, ভিন্ন, স্বীয়।

### অদ্ভুত

উদ্ভট, আজগুরি, বিচিত্র, বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক, অভিনব, অপূর্ব, অলৌকিক, অভূতপূর্বে, অস্বাভাবিক, ভূতুড়ে।

### অতিথি

মেহমান, অভ্যাগত, আগন্তুক, গৃহাগত, নিমন্ত্রিত, আমন্ত্রিত, কুটুম।

### অগ্নি

আগুন, অনল, হতাশন, শিখা, দহন, পাবক, বহি, কৃশানু, সর্বভূক, বৈশ্বানর।

### অশ্ব

তুরঙ্গ, তুরগ, তুরঙ্গম, বাজী, ঘোটক, ঘোড়া, হয়

### আকাশ

শূন্যলোক, ব্যোম, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, আসমান, নভঃ, গগন, অম্বর।

### অন্ন

ভাত, ওদোন, সিদ্ধ, আহারদ্রব্য, সিদ্ধ, তণ্ডুল।

### অন্ধকার

আঁধি, তমঃ, তমসা, তিমির, আঁধার, অমানিশা।

### ইচ্ছা

অভিলাস, বাঞ্ছা, স্পৃহা, অভিপ্রায়, সাধ, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিরাচি, প্রবৃত্তি, মনোরথ, ইচ্ছা, অভিলা, আশা, এষণা, প্রার্থনা, চাওয়া, মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা, মনস্কাম।

### ঈশ্বর

আল্লা, খোদা, ইলাহী, স্রষ্টা, বিশ্বপতি, পরমেশ্বর, জগদীশ্বর, জগদীশ, জগৎপতি, জগৎপিতা, জগৎস্রষ্টা, জগন্নাথ, জগন্নাথ, ভাগ্যবন্ধু, আদিনাথ, পৃথ্বিশ, অমরেশ, অন্তর্যামী, লোকনাথ, পরমপুরুষ, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, পরেশ, পরমেশ, বিভূ, ধাতা, জগদ্বন্ধু।

কন্যা

তনয়া, নন্দিনী, আত্মজা, দুহিতা।

কোকিল

কলকর্ষ, পিক, পরভূত, কাকপুষ্ট, পরপুষ্ট, অন্যপুষ্ট, বসন্তদূত।

কূল

তীর, তট, তটভূমি, তীরভাগ, কূলভূমি, বেলা, বেলাভূমি, সৈকত, ধার, বালুবেলা, বালুবেলা, কিনারা, পুলিন, পাড়।

কথা

উক্তি, বচন, কথন, বাক্য, বাণী, ভাষণ, বিবৃতি, বাক্, জবান, বুলি, বোল।

কালো

অসিত, কৃষ্ণবর্ণ, শ্যাম, শ্যামল।

কপাল

তিলক, কপাল, ভাগ্য, অদৃষ্ট, ভাগ্যলিপি।

কেশ/চুল

অলক, চিকুর, কুন্তল, চুল, কবরী।

কিরণ

বিভা, দ্যুতি, আলোক, দীপ্তি, প্রভা, জ্যোতি, রশ্মি, অংশু।

কড়চা

উক্তি, বচন, গল্প, উপাখ্যান, কথকতা, বিবরণ, বৃত্তান্ত, প্রসঙ্গ।

কপোত

পারাবত, কবুতর (কইতর), পায়রা, রেবতর, নোটর।

কর

রাজস্ব, খাজনা, শুল্ক, ট্যাক্স।

কর্ণ

শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়, কান

কড়া

কলঙ্কচিহ্ন, কঠিন, দৃঢ়, শক্ত, খর, তীব্র।

কাঁদা

কন্দন, কান্না, কাঁদন, রোদন, কান্নাকাটি, অশ্রুপাত, অশ্রুপাত, অশ্রুত্যাগ, ঢুকরানো, ফোঁপানো।

করী/হাতী

দ্বিপ, দস্তী, বারণ, মাতঙ্গ, হস্তী, দ্বিরদ, গজ, হাতি।

কলা

রঙা, কদলী, শিল্প, কৌশল, কারিগরি।

কর্কশ

খরখরে, খসখসে, নীরস, নির্মম, শুষ্ক, অমসৃণ, পরুষ।

কষ্ট

মেহনত, যন্ত্রণা, ক্লেশ, আয়াসা, পরিশ্রম, দুঃখ।

খবর

সংবাদ, বার্তা, তত্ত্ব, সন্ধান, তথ্য, সন্দেশ, সমাচার, খবরাখবর, বিবরণ, বৃত্তান্ত, নিউজ, খবরাখবর, খোঁজ-খবর, উদন্ত, ফরমান

খারাপ

মন্দ, কু, বদ, নিকৃষ্ট, দুষ্ট, নষ্ট, অভদ্র, অশ্লীল, রক্ষ, উগ্র, বিকল।

খাজা

কচকচে, মূর্খ, নিরেট, গোঁয়ারা।

খড়শ

কৃপাণ, অসি, তরবারি, তলোয়ার, ঢাল।

খাদ্য

খাবার, ভোজ্য, ভোজনীয়, ভক্ষ্য, আহার্য, ভোজ্যসামগ্রী, ভোজনদ্রব্য, ভোজদ্রব্য, রসদ, রসুই, খানা।

গৃহ

নিবাস, বাটী, ধাম, ঘর, আগার, সদন, নিকেতন, নিলয়, আলয়।

ঘরনী

গৃহিণী, স্ত্রী, পত্নী, জায়া, দারা, সহধর্মিণী, বিবি, বেগম, কর্ত্রী।

চাঁদ

হিমাংশু, হিমকর, শীতাংশু, সুধাংশু, নিশানাথ, শশধর, শশাঙ্ক, বিধু, চন্দ্র, নিশাপতি, যুগাঙ্ক।

চোখ

চক্ষু, অক্ষি, নেত্র, লোচন, নয়ন, আঁখি।

চৌঁট

চঞ্চু, ওষ্ঠ, অধর।

চেউ

কল্লোল, বিপুল, উদ্বেল, তরঙ্গ, উর্মি।

তীর

তট, পুলিন, সৈকত, কূল, কিনার, আশ্রয়, অবধি, ধার, পাড়, শর।

তপন

দিনপতি, সূর্য, রবি, ভানু, প্রভাকর, মার্ভগু, দিনস্বামী

তুলা

তুলাদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা, শতপল, ওজন, তুলনা, নিক্তি।



ভূষণ

পিপাসা, জল পানের ইচ্ছা, তেষ্টা, পিয়াসা, আকাঙ্ক্ষা।

তুষার

বরফ, হিম, হিম্যানি, তুহিন, নীহার।

দিন

দিবা, দিনমান, অযামিনী, অহনা, অহু, বাসর।

নারী

ভামিনী, সীমন্তিনী, নন্দিনী।

নদী

শৈবালিনী, তরঙ্গিনী, কল্লোলিনী, প্রবাহিনী, তটিনী, শ্রোতস্বতী, শ্রোতস্বিনী, সরিৎ।

নিত্য

সতত, সর্বদা, প্রত্যহ, প্রাত্যহিক, নিয়মিত, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, চির, অনন্ত, নিত্যকর্ম, রোজ।

নবীন

আনকোরা, নতুন, উদগত, আধুনিক, অধুনা, অর্বাচীন।

পাখি

শকুন্ত, খেচর, বিহঙ্গ, বিহগ, পক্ষী, খগ।

পদ্ম

শতদল, কমল, উৎপল, কোকনদ, সরোজ, পঙ্কজ, নলিনী, তামরস।

পর্বত

মহীন্দ্র, শিকারী, শৃঙ্গ, শৈল, গিরি, পাহাড়, ভূধর, অদ্রি, অচল, মহীধর, মেদিনীধর, নগ।

পুত্র

তনয়, নন্দন, সুত, আত্মজ

পাথর

পাষাণ, প্রস্তর, শিলা, শিল, উপল, আশা, রত্ন, মণি, দৃষৎ, কাঁকর, কঙ্কর।

পৃথিবী

ভূলোক, ভূবন, বসুমতি, বসুম্ভরা, অবনী, অদিতি, ক্ষিতি, ধরা, জগৎ, দুনিয়া, ধরণী, অখিল।

পুষ্প

প্রসূন, ফুল, রঙ্গন, রঙ্গনা, কুসুম।

বাতাস

অনিল, সমীর, সমীরণ, হাওয়া, পবন, বাসু, বাত, মরুৎ।

বন

জঙ্গল, গহন, অটবী, কুঞ্জ, কানন, অরণ্য, বনানী, বিপিন।

বৃক্ষ

বিটপী, তরু, পাদপ, উদ্ভিদ, অটবী, বৃক্ষ, মহীর্কহ।

বিবাহ

বিয়ে, পরিণয়, পাণিগ্রহণ, উদ্বাহ, নিকাহ, শাদি।

বিদ্যুৎ

শম্পা, চপলা, সৌদামিনী, ক্ষণপ্রভা, তড়িৎ, বিজলি, দামিনী।

ভ্রমর

মধুলেহ, ভোমরা, মৌমাছি, অলি, শিলীমুখ, মধুকর।

মেঘ

অম্বুদ, নীরদ, জলদ, বারিদ, বলাহক।

মা

মা, মাতা, জননী, জনী, অম্বালা, অম্বা, আম্মা, অম্বালিকা, অম্বিকা, মাতৃ, গর্ভধারিণী, জন্মদাত্রী, প্রসূতি।

মৃত্যু

ইন্তেকাল, বিনাশ, মরণ, নাশ, নিধন, নিপাত, পরলোকগমন, স্বর্গলাভ, দেহত্যাগ, চিরবিদায়, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

মন

চিত্ত, হৃদয়, অন্তর, দিল, পরান, অন্তঃকরণ, অন্তরাত্মা, হৃদয়তন্ত্রী, মানসলোক

ময়ূর

কলাপী, শিখণ্ডী

যুদ্ধ

সংগ্রাম, সমর, আহব, বিগ্রহ, যুদ্ধবিগ্রহ, যোধন, রণ, লড়াই, সংঘর্ষ, সংঘাত, সমীক, সংযুগ, প্রঘাত, আয়োধন, যুবা, প্রতিদারণ, সংখ্য।

রাজা

নরেন্দ্র, ভূপাল, নৃপ, নৃপতি, দন্ডধর, বাদশা।

রাত

নিশীথিনী, শর্বরী, যামিনী, রজনী, রাত, নিশা, নিশি।

রানী

রাজ্ঞী, মহিষী, সম্রাজ্ঞী, রাজমহিষী, রাজপত্নী, বেগম।

শত্রু

অরাতি, অরি, বৈরি, রিপু, প্রতিপক্ষ।

সমুদ্র

বারিধি, পারাবার, জলনিধি, জলধি, সিন্ধুত, সাগর, পাথার, দরিয়া, অর্ণব, রত্নাকর।

স্বর্ণ

সোনা, সুবর্ণ, কাঞ্চন, কনক, হিরণ্য, হিরণ, মহাধাতু, হেম, কর্কুক।

সাপ

নাগ, উরগ, ভূজগ, সর্প, ফনী, আশীবিষ, অহি, ভূজঙ্গ।

স্ত্রী

ভার্যা, পত্নী, সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, দার, দয়িতা, জায়া, কলত্র, অঙ্গনা, বধূ।

স্বর্গ

দেবলাক, দ্যুলোক, অমরবতী, ইন্দ্রলোক।

সৎ

সত্য, নিত্য, সাধু, শুভ, সৎকর্ম, সদিচ্ছা, অস্তিত্বশী, বিদ্যমান।

স্বামী

পতি, নাথ, দয়িত, কাস্ত, বল্লভ, ভর্তা।

সিংহ

সিঙ্গি, মৃগেন্দ্র, পশুরাজ, মৃগরাজ, কেশরী।

সূর্য

অর্ক, অরুণ, আদিত্য, আফতাব, তপন, দিনপতি, দিবাকর, প্রভাকর, বিভাবসু, ভানু, ভাস্কর, মার্তণ্ড, সবিতা, রবি।

সুন্দর

মনোরম, মনোহর, রমণীয়, রম্য, কমণীয়, সুদর্শন, ললিত, সুকান্ত।

হাতি

হস্তী, মাতঙ্গ, নাগ, গজ, কুঞ্জর, করী, করন, ঐরাবত, দ্বিপ।

হাত/হস্ত

বাহু, ভূজ, কর, হাত, পাণি।

হীন

নীচ, অধম, নিন্দনীয়, অবনত, দুর্দশাপন্ন, গরিব, অক্ষম, শূন্য, অতিবিনীত, ক্ষীণ।

শীট ও লেকচার নিয়ে যে কোন পরামর্শের জন্য

Kazi Saiful Islam Shuvo Sir

SMS- 01620124371

গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিপরীত শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
কাজ	অকাজ	সঞ্চয়	অপচয়
উপচয়	অপচয়	উন্নত	অবনত
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ	উৎকর্ষ	অপকর্ষ
কেজো	অকেজো	যশ	অপযশ
চেতন	অচেতন	সবল	দুর্বল
চেনা	অচেনা	সুকৃত	দুষ্কৃত
জানা	অজানা	সুখ	দুঃখ
জ্ঞানী	অজ্ঞানী	সুলভ	দুর্লভ
ধর্ম	অধর্ম	সুশীল	দুঃশীল
নশ্বর	অবিনশ্বর	আসল	নকল
লক্ষ্মী	অলক্ষ্মী	আস্তিক	নাস্তিক
শান্ত	আশান্ত	লায়েক	নালায়েক
শিষ্ট	অশিষ্ট	খুঁত	নিখুঁত
শুভ	অশুভ	খোঁজ	নিখোঁজ
শ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধা	বিরত	নিরত
সান্ত	অনন্ত	আশা	নিরাশা
স্থাবর	অস্থাবর	উৎসাহ	নিরুৎসাহ
অতিবৃষ্টি	অনাবৃষ্টি	দোষী	নির্দোষ
অভিজ্ঞ	অনভিজ্ঞ	ধনী	নির্ধন, দরিদ্র
অর্থ	অনর্থ	প্রবল	দুর্বল
আচার	অনাচার	রোগ	নীরোগ
আত্মীয়	অনাত্মীয়	সচেষ্ট	নিশ্চেষ্ট
আদর	অনাদর	সদয়	নির্দয়
আবশ্যক	অনাবশ্যক	সম্বল	নিঃসম্বল
আবিল	অনাবিল	সরল	নীরস
আস্থা	অনাস্থা	সাকার	নিরাকার
ইচ্ছা	অনিচ্ছা	অজ্ঞা	বিজ্ঞা
ইষ্ট	অনিষ্ট	অনুরক্ত	বিরক্ত
উপস্থিত	অনুপস্থিত	অনুরাগ	বিরাগ
উপকার	অপকার	ইহলোক	পরলোক
মান	অপমান	ইহা	উহা
উচ্চ	নিচ	উত্থান	পতন
উদয়	অস্ত	উন্নতি	অবনতি

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
এলোমেলো	গোছানো	ওঠা	নামা
কৃত্রিম	স্বাভাবিক	কোমল	কর্কশ
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	খাঁটি	ভেজাল
খুচরা	পাইকারি	খোলা	বন্ধ
গুরু	লঘু	গৃহী	সন্ন্যাসী
ঘাটতি	বাড়তি	ঘাত	প্রতিঘাত
চোখা	ভেঁতা	ছাত্র	শিক্ষক
জয়	পরাজয়	জড়	চেতন
জীবন	মরণ	জোয়ার	ভাটা
ঠকা	জেতা	ঠাঙা	গরম
তিরস্কার	পুরস্কার	তেজী	নিস্তেজ
দিন	রাত	দীর্ঘ	হ্রস্ব
দূর	নিকট	দেওয়া	নেওয়া
ধনী	নির্ধন, গরিব	নতুন	পুরাতন
নিদ্রিত	জাগ্রত	নিন্দা	প্রশংসা
বন্ধু	শত্রু	বর	বৌ
বড়	ছোট	বাচাল	স্বল্পভাষী
বেহেশত	দোজখ	বোকা	চালাক
ভয়	সাহস	ভিতর	বাহির
ভীক	নিভীক	ভূত	ভবিষ্যৎ
মিলন	বিরহ	মূখ্য	গৌণ
রাজা	প্রজা	রুগ্ন	সুস্থ
লাভ	ক্ষতি, লোকসান	লাল	কালো
শীঘ্র	বিলম্ব	সত্য	মিথ্যা
সার্থক	ব্যর্থ	সুন্দর	কুৎসিত
স্থির	চঞ্চল	স্মৃতি	বিস্মৃতি
স্বতন্ত্র	পরতন্ত্র	স্বর্গ	নরক
হরণ	পূরণ	হার	জিত
হাসি	কান্না	হ্রাস	বৃদ্ধি
কড়ি	কড়িশূন্য	কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
কপটতা	সরলতা	কেলেঙ্কারি	খ্যাতি
কল্যাণ	অকল্যাণ	কর্কশ	মোলায়েম/কোমল
কাজ	অকাজ	কলঙ্ক	সুনাম/খ্যাতি
কার্য	অকার্য	কলুষ	নিষ্কলুষ
কুখ্যাত	সুখ্যাত	কল্লনা	বাস্তব

## Teacher Students Work

০১. প্রকৃতি বলতে কী বোঝায়?  
 ক) ধাতুর মূল খ) শব্দের মূল  
 গ) প্রত্যয়যুক্ত শব্দ ঘ) শব্দ ও ধাতুর মূল

০২. শব্দ ও ধাতুর মূলকে বলে—  
 ক) বিভক্তি খ) ধাতু  
 গ) প্রকৃতি ঘ) কারক

০৩. যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয় তার নাম কী?  
 ক) কারক খ) বিভক্তি  
 গ) যতি ঘ) প্রকৃতি

০৪. ক্রিয়া পদের মূল অংশকে বলা হয়—  
 ক) প্রকৃতি খ) প্রত্যয়  
 গ) ক্রিয়া ঘ) সর্বনাম

০৫. বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে—  
 ক) প্রাতিপদিক খ) সাধিত পদ  
 গ) নামপদ ঘ) ক্রিয়াপদ

০৬. শব্দ গঠনের জন্য শব্দ বা নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়াপ্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়, তাকে কী বলে?  
 ক) প্রত্যয় খ) প্রকৃত  
 গ) অনুসর্গ ঘ) উপসর্গ

০৭. ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী?  
 ক) নতুন শব্দ গঠন খ) বাক্যে অলঙ্কার  
 গ) শব্দের মিলন ঘ) ভাষা সংক্ষেপণ

০৮. শব্দের কোথায় প্রত্যয় বসে?  
 ক) পূর্বে খ) মাঝে  
 গ) পরে ঘ) কোনোটিই নয়

০৯. প্রত্যয় কত প্রকার?  
 ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার  
 গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

১০. ‘খেলনা’ শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?  
 ক) খেল + না খ) খেল + না  
 গ) খে + আলনা ঘ) খেলনা + আ

১১. ‘প্রেম’ শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?  
 ক) প্রে + ম খ) প্রিয় + এম  
 গ) প্রিয় + ইমন ঘ) প্রেম + অ + ব

১২. ‘ধার’ শব্দটির সন্ধি-বিচ্ছেদ হচ্ছে—  
 ক) √ধি + অর খ) √ধী + অর  
 গ) √ধার + অ ঘ) √ধা + র

১৩. প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কোনটি ঠিক?  
 ক) উৎ + ভিদ খ) উদ + ভিদ  
 গ) উদ্ + ভিদ ঘ) উত + ভিদ

১৪. ‘বর্ষিষ্ণু’ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়  
 ক) বর্ষ + ইষ্ণু খ) বর্ষমান + ইষ্ণু  
 গ) বর্ষি + ষ্ণু ঘ) বৃধ্ + ইষ্ণু

১৫. নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত?  
 ক) প্রলয় খ) খণ্ডিত  
 গ) নিঃশ্বাস ঘ) অনুপম

১৬. য-প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?  
 ক) অল্পতা খ) দারিদ্র  
 গ) সহযোগিতা ঘ) নাগরিক

১৭. প্রত্যয়ান্ত শব্দ—  
 ক) পেশা খ) পাশা  
 গ) পিপাসা ঘ) প্রত্যাশা

১৮. ‘জনতা’ শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে গঠিত হয়েছে—  
 ক) প্রত্যয়যোগে খ) উপসর্গযোগে  
 গ) সন্ধিযোগে ঘ) বচনের সাহায্য

১৯. ‘ফোড়ন’ শব্দটি গঠিত হয়েছে—  
 ক) প্রত্যয়যোগে খ) সমাসযোগে  
 গ) উপসর্গযোগে ঘ) সন্ধিযোগে

## BCS Previous Questions

- |   |                   |   |                                     |
|---|-------------------|---|-------------------------------------|
| ০১। “সর্বাঙ্গীণ” শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয়-<br>বিসিএস) | (৪০তম             | (ক) কারক  | (খ) লিখিত                           |
| (ক) সর্বঙ্গ+ঈন  | (খ) সর্ব+অঙ্গীন   | (গ) বেদনা   | (ঘ) খেলনা                           |
| (গ) সর্ব+ঙ্গীন  | (ঘ) সর্বাঙ্গ+ঈন   |   |                                     |
| ০২। কোন শব্দযুগল বিপরীতার্থক নয়?<br>বিসিএস)              | (৪০তম             | ০৪। কোনটিতে অপপ্রয়োগ ঘটেছে?<br>(ক) জবাবদিহি                                | (৩৮তম বিসিএস)<br>(খ) মিথষ্ক্রিয়া   |
| (ক) ঐচ্ছিক-অনাবশ্যিক                                      | (খ) কুটিল-সরল     | (গ) একত্রিত   | (ঘ) গৌরবিত                          |
| (গ) কম-বেশী   | (ঘ) কদাচার-সদাচার | ০৫। ‘শ্রদ্ধা’ শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?<br>(ক) শ্রৎ + √ধা + অ + আ | (৩৮তম বিসিএস)<br>(খ) শ্রৎ + √ধা + আ |
| ০৩। বাংলা কৃৎ-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?<br>বিসিএস)       | (৪০তম             | (গ) শ্র + √ধা + আ   | (ঘ) শ্র্ণ + √ধা + আ                 |

০৬। বাংলা কৃত-প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?  
(৩৮তম বিসিএস)

- ক) চামার খ) ধারালো  
গ) মোড়ক ঘ) পোষ্টাই

০৭। 'মেছো' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?  
(২৭তম বিসিএস)

- ক) মাছ + ও খ) মেছ + ও  
গ) মাছি + উয়া > ও ঘ) মাছ + উয়া > ও

০৮। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে কি বলা হয়? (১৮তম বিসিএস)

- ক) আনুপাতিক খ) আনুষঙ্গিক  
গ) প্রাপ্তিপদিক ঘ) প্রত্যয়ান্তিক

০৯। কোন শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?  
(১২তম বিসিএস)

- ক) বঘী খ) পানাস  
গ) পাঠক ঘ) সেলামী

১০। প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ কোনটি? (১৬তম বিসিএস)

- ক) উৎকর্ষতা খ) উৎকর্ষ  
গ) উৎকৃষ্ট ঘ) উৎকৃষ্টতা

১১। ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়?

(১৮তম বিসিএস)

- ক) আন খ) আই খ) আই  
গ) আল ঘ) আও

১২। 'উৎকর্ষতা' কী কারণে অশুদ্ধ? (২৪তম বিসিএস)

- ক) সন্ধিজনিত খ) প্রত্যয়জনিত  
গ) উপসর্গজনিত ঘ) বিভক্তিজনিত

১৩। 'সাহচর্য' শব্দের অশুদ্ধ গটন কোনটি? (৩০তম বিসিএস)

- ক) সহ + চর + র্য খ) সহচর + ৎ ফলা  
গ) সহচর + য ঘ) কোনোটিই নয়

১৪। নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত? (৩৫তম বিসিএস)

- ক) প্রলয়খ) নিঃশ্বাস  
গ) খণ্ডিত ঘ) অনুপম

১৫। নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত হয়নি? (৩৬তম বিসিএস)

- ক) সভাসদ খ) শুভেচ্ছা  
গ) ফলবান ঘ) তম্বী

১৬। 'দোলনা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?  
(১৮তম বিসিএস)

- ক) দুল্ + না খ) দোল্ + না  
গ) দোল + অনা ঘ) দোলনা + আ

১৭। 'নায়ক' শব্দের কৃতপ্রত্যয় হচ্ছে—  
(১২তম বিসিএস)

- ক) নিঃ + অক খ) নী + অক  
গ) নী + অক ঘ) জর(নী) অক  
ব্যাখ্যা: জর(নী) + ণক (নৈ + অক) = নায়ক

১৮। শুদ্ধ বানানের শব্দগুচ্ছ সনাক্ত করুন—  
(১২তম বিসিএস)

- ক) ভবিষ্যত, ভৌগলিক, যক্ষ্মা  
খ) যশলাভ, সদ্যোজাত, সম্বর্ধনা  
গ) স্বায়ত্তশাসন, আভ্যন্তর, জন্মবার্ষিক  
ঘ) ঐক্যতান, কেবলমাত্র, উপরোক্ত

১৯। কোনটি শুদ্ধ বানান? (১৮তম বিসিএস)

- ক) সুমিচিন খ) সচিচীন  
গ) সমীচীন ঘ) সমীচিন

২০। 'Custom' শব্দের পরিভাষা কোনটি যথার্থ? (৩৭তম বিসিএস)

- ক) আইন খ) প্রথা  
গ) শুল্ক ঘ) রাজস্বনীতি

২১। কোনটি শুদ্ধ? (১১তম বিসিএস)

- ক) সৌজন্যতা খ) সৌন্যতা  
গ) সৌজন্য ঘ) সৌজনতা

২২। শুদ্ধ বানান কোনটি? (১১তম বিসিএস)

- ক) সুচিস্মিতা খ) সুচিস্মিতা  
গ) সুচীস্মিতা ঘ) শুচিস্মিতা

২৩। বাংলা বানান রীতি অনুযায়ী একই শব্দের কোন দুটি বানানই শুদ্ধ?

(১৩তম বিসিএস)

- ক) হাতি/হাতী খ) নারি/নারী  
গ) জাতি/জাতী ঘ) দাদি/দাদী

২৪। কোন বানানটি শুদ্ধ? (১৫তম বিসিএস)

- ক) পাষণ খ) পাষান  
গ) পাশাণ ঘ) পাশান

২৫। কোন শুদ্ধ? (২৫তম বিসিএস)

- ক) দন্দ খ) দন্দ  
গ) দন্দ ঘ) দন্ড

২৬। শুদ্ধ বানানটি নির্দেশ করুন। (১৫তম বিসিএস)

- ক) মুহুর্মুহ খ) মুহুর্মুহ  
গ) মুহুর্মুহ ঘ) মুহুর্মুহ

২৭। কোন বানানটি শুদ্ধ? (১৫তম বিসিএস)

- ক) বিভীষিকা খ) বিভীষিকা  
গ) বিভীষিকা ঘ) বিভীষিকা

২৮। কোন বানানটি শুদ্ধ? (৩৫তম বিসিএস)

ক) মণিষী

গ) মনীসি

খ) মনীষী

ঘ) মণিসী

২৯। কোনটি শুদ্ধ বানান?

(৩২তম বিসিএস)

ক) আকাক্ষা

গ) আকাংখা

খ) আকাক্ষা

ঘ) আকাংখা

৩০। কোনটি শুদ্ধ বানান?

(৩১তম ও ৩৩তম বিসিএস)

ক) সন্ধিজানিত

গ) উপসর্গজনিত

খ) প্রত্যয়জনিত

ঘ) বিভক্তিজনিত

৩১। 'উৎকর্ষতা' কি কারণে অশুদ্ধ?  
বিসিএস)

(২৪তম বিসিএস)

ক) সন্ধিজানিত

গ) উপসর্গজনিত

খ) প্রত্যয়জনিত

ঘ) বিভক্তিজনিত

৩২। প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ কোনটি?

(১৬তম বিসিএস)

ক) উৎকর্ষতা

গ) উৎকৃষ্ট

খ) উৎকর্ষ

ঘ) উৎকৃষ্টতা

৩৩। কোন বানানটি শুদ্ধ নয়?

(৩৩তম বিসিএস)

ক) দরিদ্রতা

গ) শ্রদ্ধাঞ্জলি

খ) উপযোগিতা

ঘ) উর্দ্ধ

৩৪। সঠিক বানান কোনটি?

(৩৬তম বিসিএস)

ক) কুসংস্কার

গ) কুসংস্কার

খ) কুসংস্কার

ঘ) সুসংস্কার

৩৫। কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

(২৫তম বিসিএস)

ক) তাহার জীবন সংশয়পূর্ণ

গ) তাহার জীবন সংশয়াপূর্ণ

খ) তাহার জীবন সংশয়ময়

ঘ) তাহার জীবন সংশয়াভরা

৩৬। শুদ্ধ বাক্য কোনটি?

(১০তম বিসিএস)

ক) দুর্বলবশত অনাথিনী বসে পড়ল

খ) দুর্বলবশত অনাথিনী বসে পড়ল

গ) দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল

ঘ) দুর্বলবশত অনাথা বসে পড়ল

৩৭। কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

(৩৫তম বিসিএস)

ক) দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

খ) দৈন্যতা সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

গ) সৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

ঘ) দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়

৩৮। কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

(৩৩তম বিসিএস)

ক) দরিদ্রতা আমাদের প্রধান সমস্যা

খ) তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়

গ) সর্ব বিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করা উচিত

ঘ) সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল

৩৯। কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

(১২তম বিসিএস)

ক) বিদ্যান ব্যক্তির দারিদ্রতার শিকার হন

খ) বিদ্যান ব্যক্তির দারিদ্রের শিকার হন

গ) বিদ্যান ব্যক্তির দারিদ্র্যতার শিকার হন

ঘ) বিদ্যান ব্যক্তির দারিদ্রের স্বীকার হন

৪০। 'Consumer goods'-এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা কী?

(৩৫তম বিসিএস)

- ক) ভোক্তার কল্যাণ                      খ) ভোগ্যপণ্য  
গ) ক্রয়কৃত পণ্য                      ঘ) ক্রেতার গুণাগুণ

৪১। 'Anatomy' শব্দের অর্থ-

(৩০তম বিসিএস)

- ক) সাদৃশ্য                      খ) স্নায়ুতন্ত্র  
গ) শরীরবিদ্যা                      ঘ) অঙ্গসম্বলন

৪২। 'Excise duty'-এর পরিভাষা-

(৩৩তম বিসিএস)

- ক) অতিরিক্ত কর                      খ) আবগারী শুল্ক  
গ) অতিরিক্ত কর্তব্য                      ঘ) অর্পিত দায়িত্ব

৪৩। 'Quarterly'-শব্দের অর্থ কী?

(৩১তম বিসিএস)

- ক) সাপ্তাহিক                      খ) পাক্ষিক  
গ) ষান্মাসিক                      ঘ) ত্রৈমাসিক

৪৪। 'Subconscious' শব্দটির বাংলা পারিভাষিক শব্দ-

(৩২তম বিসিএস)

- ক) অর্ধচেতন                      খ) অবচেতন  
গ) চেতনাহীন                      ঘ) চেতনা প্রবাহ

৪৫। 'Null and Void'-এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ- (৩৬তম বিসিএস)

- ক) বাতিল                      খ) পালাবদল  
গ) মামুলি                      ঘ) নিরপেক্ষ

উত্তরমালা (BCS Previous Questions)

০১	ক	০২	ক	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	ক
০৬	গ	০৭	ঘ	০৮	গ	০৯	গ	১০	গ
১১	খ	১২	খ	১৩	গ	১৪	খ	১৫	খ
১৬	ক	১৭	গ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	খ
২১	গ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ঘ
২৬	ক	২৭	খ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	খ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	ঘ
৩৬	গ	৩৭	ঘ	৩৮	ক	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ঘ	৪৪	খ	৪৫	ক

পিএসসিসহ অন্যান্য চাকুরির পরীক্ষায় আসা প্রশ্নসমূহ

প্রত্যয়

০১। ক্রিয়ার যে অংশকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাকে বলে-

- ক) প্রকৃতি                      খ) ধাতু  
গ) প্রত্যয়                      ঘ) মৌলিক শব্দ

০২। ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কি বলে?

- ক) বিভক্তি                      খ) কারক  
গ) ধাতু                      ঘ) প্রত্যয়

০৩। ধাতু কয় প্রকার?

- ক) এক                      খ) দুই  
গ) তিন                      ঘ) চার

০৪। যে ধাতু বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলা হয়-

- ক) সাধিত ধাতু                      খ) মৌলিক ধাতু  
গ) যৌগিক ধাতু                      ঘ) সংযোগমূলক ধাতু

০৫। কোনটি বাংলা ধাতু?

- ক) কাট                      খ) কৃ                      গ) ম্যাগ্                      ঘ) গম্

০৬। 'পাঠক' শব্দটি কোন শ্রেণির ধাতু হতে গঠিত?

- ক) সংস্কৃত                      খ) দেশি                      গ) খাঁটি বাংলা                      ঘ) বিদেশি

০৭। কোনটি নাম ধাতুর উদাহরণ?

- ক) দেখায়                      খ) পড়াছি                      গ) মুচড়ানো                      ঘ) শোনায়

০৮। কোন ধাতুগুলো মূলত এক-

ক) সংযোগমূলক ধাতু ও সাধিত ধাতু

খ) প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতু

গ) কর্মবাচ্যের ধাতু ও সংযোগমূলক ধাতু

ঘ) সমধাতু ও প্রযোজক ধাতু

০৯। কাজটি ভাল দেখায় না। এই বাক্যের 'দেখায়' ক্রিয়াটি কোন ধাতুর উদাহরণ?

ক) মৌলিক ধাতুর

খ) নাম ধাতুর

গ) প্রযোজক ধাতুর

ঘ) কর্মবাচ্যের ধাতুর

১০। 'যা কিছু হারায় গিল্লী বলেন, কেঁটা বেটাই চোর' এখানে 'হারায়' কোন ধাতুর?

ক) প্রযোজক ধাতু

খ) ভাব বাচ্যের ধাতু

গ) সংযোগমূলক ধাতু

ঘ) নাম ধাতু

১১। প্রকৃতি বলতে কি বোঝায়?

ক) ধাতুর মূল

খ) শব্দের মূল

গ) প্রত্যয়যুক্ত শব্দ

ঘ) শব্দ ও ধাতুর মূল

১২। শব্দ ও ধাতুর মূলকে বলে-

ক) প্রাতিপদিক

খ) সাধিত পদ

গ) নামপদ

ঘ) প্রকৃতি

১৩। যে ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত হয় তার নাম কী?

ক) কারক

খ) বিভক্তি

গ) যতি

ঘ) ক্রিয়াপদ



১৩। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে-

ক) প্রাতিপদিক খ) সাধিত পদ গ) নামপদ ঘ) ক্রিয়াপদ

১৫। বিভক্তিহীন নাম শব্দকে বলে-

ক) প্রাতিপদিক খ) সাধিত পদ গ) নামপদ ঘ) ক্রিয়াপদ

১৬। যে বর্ণ বা সমষ্টি ধাতু বা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে-

ক) ক্রিয়া খ) উপসর্গ গ) বিভক্তি ঘ) প্রত্যয়

১৭। শব্দ গঠনের জন্য শব্দ বা নাম প্রকৃতির এবং ক্রিয়াপ্রকৃতির পরে যে শব্দাংশ যুক্ত হয়, তাকে কি বলে?

ক) প্রত্যয় খ) প্রকৃতি গ) অনুসর্গ ঘ) উপসর্গ

১৮। ধাতু বা শব্দের শেষে প্রত্যয় যুক্ত করার উদ্দেশ্য কী?

ক) নতুন শব্দ গঠন খ) বাক্যে অলঙ্কার  
গ) শব্দের মিলন ঘ) ভাষা সংক্ষেপণ

১৯। শব্দের কোথায় প্রত্যয় বসে?

ক) পূর্বে খ) মাঝে গ) পরে ঘ) কোনোটিই নয়

২০। প্রত্যয় কত প্রকার?

ক) ২ প্রকার খ) ৩ প্রকার গ) ৪ প্রকার ঘ) ৫ প্রকার

২১। 'হের ঐ দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে?' এ বাক্যে 'হের' কোন ধাতু?

ক) আরবি খ) ফারসি গ) হিন্দি ঘ) অজ্ঞাতমূল

২২। কোনটি নাম ধাতু?

ক) খা খ) কর গ) ঘুমা ঘ) ছাড়

২৩। নিচের কোন শব্দটি প্রাতিপদিক?

ক) লাঙল খ) দম্পতি গ) লেখা ঘ) সাধিত

২৪। গুণ ও বৃদ্ধি বলা হয়-

ক) কৃৎ-প্রকৃতির আদিষরের পরিবর্তনকে  
খ) কৃৎ-প্রকৃতির অন্তস্বরের পরিবর্তনকে  
গ) নাম-প্রকৃতির পরিবর্তনকে  
ঘ) প্রাতিপদিকের পরিবর্তনকে

উত্তরমালা: প্রত্যয়									
০১	খ	০২	গ	০৩	গ	০৪	খ	০৫	ক
০৬	ক	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	ক
১৬	ক	১৭	ক	১৮	ক	১৯	গ	২০	ক
২১	ঘ	২২	গ	২৩	ক	২৪	ক	২৫	ক

### তদ্ধিত প্রত্যয়

০১। ক্রিয়া বা ধাতুর পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলে-

ক) ধাতু প্রত্যয় খ) শব্দ প্রত্যয়

গ) কৃৎ প্রত্যয় ঘ) তদ্ধিত প্রত্যয়

০২। কৃৎ প্রত্যয় কাকে বলে?

ক) শব্দের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে খ) উপসর্গের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে  
গ) ধাতুর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে ঘ) অর্থের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যয়কে

০৩। ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যোগে যে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বলে-

ক) তদ্ধিতান্ত শব্দ খ) তদ্ধিত প্রত্যয়  
গ) কৃদন্ত শব্দ ঘ) প্রাতিপদিক শব্দ

০৪। 'উক্তি' এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

ক) √উক+তি খ) √উচ্+ক্তি গ) √বচ্+ক্তি ঘ) √বচ্+তি

০৫। 'গমন' শব্দের মূল ধাতু কোনটি?

ক) গতি খ) গত গ) গম্য ঘ) গম্

০৬। √কাদ্+অন- কোন প্রত্যয় অন্তর্ভুক্ত?

ক) কৃৎ প্রত্যয় খ) তদ্ধিত প্রত্যয় গ) প্রাতিপদিক ঘ) সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

০৭। দর্শনীয় শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক) দৃশ্+অনীয় খ) দৃশ্য+অনীয় গ) দৃশ্য+নীর ঘ) দৃশ+নীয়

০৮। দোলনা শব্দের সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

ক) দুল্+না খ) দোল্ + না গ) দোল্ + নীর ঘ) দৃশ্ + নীয়

০৯। 'নায়ক' শব্দের কৃৎপ্রত্যয় হচ্ছে-

ক) নিঃ + অক খ) নী + অক গ) নী + অক ঘ) √নী + অক

১০। 'গায়ক' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

ক) √গিঃ+অক খ) √গায়+নক গ) √গৈঃ+নক ঘ) √গৈঃ+অক

১১। 'পাঠক' শব্দের যথার্থ প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

ক) √পাঠ+অক খ) √পঠ্+অক গ) √পা+ঠক ঘ) √পঠ+টক

১২। কোন শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?

ক) ঠগী খ) পানসে গ) পাঠক ঘ) সেলামী

১৩। 'নয়ন' শব্দটির সঠিক প্রত্যয় নির্ণয়-

ক) নী + অন খ) নে + অন গ) নৌ + অন ঘ) নয় + ন

১৪। 'বক্তব্য' এর সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

ক) বক + তব্য খ) বক + অব্য গ) বক্ত + ব্য ঘ) বচ্ + তব্য

১৫। 'বান্ধ + অন = বাঁধন কোন শব্দ?

ক) কৃদন্ত শব্দ খ) তদ্ধিতান্ত শব্দ গ) ধনাত্মক শব্দ ঘ) কোনোটিই নয়

১৬। 'মুক্ত' এর সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর-

ক) মু + জ্ঞ খ) মুহ + জ্ঞ গ) মুক্ + জ্ঞ ঘ) মৃচ + জ্ঞ

১৭। 'মুক্তি' এর সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর-

ক) মুচ্ + জ্ঞ খ) মুহ + জ্ঞ গ) মুক্ + জ্ঞ ঘ) মৃচ + জ্ঞ

১৮। কোনটি কৃৎ প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক) ঢাকা + ই খ) মিশ + উক গ) চোর + আ ঘ) সোনা + আলি

১৯। 'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

ক) শ্রবণ + অ খ) শ্রী + অন গ) শ্র + অন ঘ) শ্রব + অন

২০। 'শ্রদ্ধা' শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

ক) শ্রৎ+√ধা + অ + আ খ) √শ্রৎ + √ধা + আ

গ) √শ্র + √ধা + আ ঘ) √শ্র + √ধা + আ

২১। 'সৎ' এর প্রকৃতি কী?

ক) √স+ঈ খ) √স+ই গ) √অস্+অৎ ঘ) √অস্+অৎ (ত্)

২২। 'সৃষ্টি' এর প্রকৃতি প্রত্যয়-

ক) সৃষ + টি খ) সৃশ + তি গ) সৃজ্ + তি ঘ) শ্রী + টি

২৩। তদ্ধিত প্রত্যয় কোন প্রকৃতির সাথে যুক্ত হয়?

ক) বিশেষণ প্রকৃতি খ) বিশেষ্য প্রকৃতি

গ) নাম প্রকৃতি ঘ) ক্রিয়া প্রকৃতি

২৪। 'ঋ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূল স্বরের কি হয়?

ক) বৃদ্ধি খ) গম গ) আগম ঘ) ইৎ

২৫। 'জেলে' এর প্রকৃতি কী?

ক) জাল+ইয়া খ) জেল+এ গ) জাল+আ ঘ) জালা+এ

২৬। তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্ত শব্দ কোনটি?

ক) দর্শন খ) ঘর্ষণ গ) বর্ষণ ঘ) বাংলাদেশি

২৭। 'বর্গাদার' কোন প্রত্যয়ের উদাহরণ?

ক) বর্গ+আদার খ) বর্গ+দর গ) বর্গা+দার ঘ) বর্গা+ত্চ

২৮। 'মাধ্যমিক' এর প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

ক) মাধ্য+মিক খ) মাধ্য+মিক গ) মাধ্যমিক+অ ঘ) মধ্যম+মিক

২৯। 'মশারি' এর প্রকৃতি প্রত্যয় হচ্ছে-

ক) মশা+রি খ) মশা+অরি গ) মশা+আরি ঘ) মশা+আরী

৩০। 'মেধাবী' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

ক) মেধা+বী খ) মেধা+বিন্ গ) মেধা+ই ঘ) মি+আদবি

৩১। 'মানব' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

ক) মানব + অ খ) মনুষ্য + অ গ) মনু + ষ ঘ) মনু + অব

৩২। 'মেছো' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

ক) মাছ+ও খ) মেছ+ও গ) মাছি+উ+ও ঘ) মাছ+উয়া+ও

৩৩। 'মহিমা' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

ক) মহি+মা খ) মহৎ+ইমন গ) মহা+ইমা ঘ) মহিম+আ

৩৪। 'শৈশব' এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

ক) শিশু + ষ ঘ) শিশু + ষ্য গ) শিশু + শব ঘ) শৈ + শব

৩৫। 'সাহচর্য' শব্দের শুদ্ধ গঠন কোনটি?

ক) সাহ + চর + র্য খ) সহচর + য - ফলা

গ) সহচর + য ঘ) কোনোটিই নয়

৩৬। 'চোর' শব্দের সাথে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হলে কি অর্থ প্রকাশ পায়?

ক) শ্রদ্ধা খ) সাদৃশ্য গ) সামীপ্য ঘ) অবজ্ঞা

৩৭। কোন্‌ শব্দের প্রত্যয় উপজীবিকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ক) গৈয়ো খ) মেছো গ) টেকো ঘ) গোছো

৩৮। নিম্নের কোনটিতে বৃত্তি অর্থে ‘ঈ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে?

- ক) জমিদারি খ) পোদ্দারি গ) উমেদারি ঘ) সরকারি

৩৯। নিচের কোন শব্দের ‘ইক’ প্রত্যয়যুক্ত গঠন ব্যাকরণসিদ্ধ না হলেও বহুল আলোচিত?

- ক) প্রশাসনিক খ) মৌখিক গ) উপনিবেশিক ঘ) শারীরিক

৪০। ‘খেলনা’ শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) খেল + না খ) খেল্ + না গ) খে + আলনা ঘ) খেলন + আ

৪১। ‘প্রেম’ শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) প্রে+ম খ) প্রি+এম গ) প্রিয়+ইমন ঘ) প্রেম + অ + ব

৪২। ‘বর্ধিষ্ণু’ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়:

- ক) বর্ধ+ইষ্ণু খ) বর্ধমান+ইষ্ণু গ) বর্ধি + ষ্ণু ঘ) বৃধ্ + ইষ্ণু

৪৩। নিচের কোন শব্দটি প্রত্যয়সাধিত?

(৩৫তম

বিসিএস)

- ক) প্রলয় খ) খণ্ডিত গ) নিঃশ্বাস ঘ) অনুপম

৪৪। ‘কৈশোর’ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) কিশোর + ষঃ খ) কৈশোর + র  
গ) কৈ + শোর ঘ) কে + শোর

৪৫। ‘ছিন্ন’ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কী?

- ক) ছিদ + ন্ন খ) ছিদ + ত্ত গ) ছিন + ন ঘ) ছিদ্ + ন

৪৬। বাংলা কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?

- ক) চামার খ) ধারালো গ) মোড়ক ঘ) পোষ্টাই

৪৭। ‘জাগরিত’ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) জাগ্+ত খ) জাগ+রিত গ) জাগ্+ইত ঘ) কোনোটিই নয়

৪৮। ‘বুদ্ধি’ শব্দটির সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো—

- ক) বুদ্ + ধি খ) বুধ + দি গ) বুধ্ + তি ঘ) বুদ্ধ + ই

৪৯। প্রত্যয়-সাধিত শব্দ কোনটি?

- ক) পঙ্কজ খ) রাজপুত গ) গোলাপ ঘ) গোলাপি

৫০। কোন শব্দটি ‘ইক’ প্রত্যয়যুক্ত নয়?

- ক) ধনিক খ) বণিক গ) মাসিক ঘ) ভাষিক

৫১। ধাতুর পর কোন প্রত্যয় যুক্ত করে ভাববাচক বিশেষ্য বুঝায়?

- ক) আই খ) আল গ) আন ঘ) আও

৫২। নিচের কোনটি ‘ইমন’ প্রত্যয় যোগে গঠিত?

- ক) কুসুমিত খ) মোলায়েম গ) পঙ্কিল ঘ) নীলিমা

৫৩। ‘দীপ্যমান’ শব্দের সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) দীপ্য + মান খ) দিপ্য + মানচ  
গ) দিপ + শানচ ঘ) দীপ্ + শানচ্

৫৪। কোনটি ‘নিপাতনে সিদ্ধ’ প্রত্যয়যুক্ত শব্দ?

- ক) শৈব খ) সৌর গ) দৈব ঘ) চৈত্র

৫৫। ‘শান্তি’ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) √শাম + তি খ) √শম + ত্তি  
গ) √শান্ত + ঈ ঘ) √শ্ + ত্তি

৫৬। বাংলা কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কোনটি?

- ক) কারক খ) লিখিত গ) বেদনা ঘ) খেলনা

৫৭। ‘সর্বস্বীণ’ শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

- ক) সর্বঙ্গ + ঈন খ) সর্ব + অঙ্গীন গ) সর্ব + ঙীন ঘ) সর্বঙ্গ + ঈন

৫৮। ‘কুসুমিত’ শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

- ক) কুসুম+উত খ) কুসম+ত গ) কুসুম+ইত ঘ) কুসুম+ঈত

৫৯। ‘আগ্নেয়’ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

- ক) অগ্নী+এয় খ) অগ্নি+ষেয় গ) অগ্নি+এয় ঘ) অগ্নি+য়

উত্তরমালা: তদ্বিত প্রত্যয়

০১	গ	০২	গ	০৩	গ	০৪	গ	০৫	ঘ	০৬	ক
০৭	ক	০৮	ক	০৯	ঘ	১০	ঘ	১১	খ	১২	গ
১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	খ
১৯	গ	২০	ক	২১	ঘ	২২	গ	২৩	গ	২৪	ক
২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	খ
৩১	গ	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	ক	৩৫	গ	৩৬	ঘ
৩৭	খ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	খ	৪১	গ	৪২	ঘ
৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	গ	৪৭	গ	৪৮	গ
৪৯	ঘ	৫০	খ	৫১	ঘ	৫২	ঘ	৫৩	ঘ	৫৪	খ
৫৫	ঘ	৫৬	ঘ	৫৭	ঘ	৫৮	গ	৫৯	খ		